■ ১০.১. ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small Scale Industries in India)

সাধারণভাবে শ্রমিক নিয়োগের ভিত্তিতে, মূলধন বিনিয়োগের ভিত্তিতে এবং উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ করার বাস্তব অসুবিধা থাকায় শ্রমিক নিয়োগের ভিত্তিতে ও মূলধন বিনিয়োগের ভিত্তিতে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে **স্বল্প স্থানে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ভাড়া করা শ্রমিকের (Hired Labour) সাহায্যে স্বল্প মূলধনে কিন্তু যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদন পরিচালিত হলে তাকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small Scale Industry) বলে।**

ভারতে শ্রমিক নিয়োগ ও মূলধন নিয়োগের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। 1951 সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে সে সমস্ত শিল্পকে নিবন্ধীকরণ (Registration) থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, যেখানে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ 5 লক্ষ টাকার কম এবং যেগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে 50 জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করে এবং যেগুলি বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে 100 জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করে সেগুলিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলা হয়। বর্তমানে কিন্তু মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

1991 সালে ভারত সরকারের সংজ্ঞা অনুসারে **ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small Scale Industry) হল সেই শিল্প যে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ 60 লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং শিল্পটি যদি বৃহৎ শিল্পের যন্ত্রাংশ নির্মাণ করে তাহলে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ 75 লক্ষ টাকা পর্যন্ত।**

■ ১০.২. ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবনতির কারণ (Causes of the Decline of the Small Scale Industry in India)

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্য অতীতে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ধরনের দ্রব্য বিদেশের বাজারে বিশেষ সমাদর লাভ করত এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন শিল্প উন্নয়নের যুগে প্রবেশ করেনি তখন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিযুক্ত ভারতীয় কারিগরদের দ্বারা তৈরি নানা ধরনের দ্রব্যসামগ্রী বিদেশিদের বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি করতে পেরেছিল। প্রাচীনকালে রোম, সিরিয়া, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশে ভারতের শিল্পজাত বহু দ্রব্য রপ্তানি করা হত। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তুলা, পশম ও রেশমের কাপড়, পিতল ও কাঁসার তৈরি নানা ধরনের দ্রব্য, কাগজ, নানা ধরনের সুগন্ধী দ্রব্য, অলংকার ও ঢাকাই মসলিন, কাচের জিনিস ইত্যাদি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি এক কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে অবনতির পথ ধরে। ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের **অবনতির একাধিক কারণ বর্তমান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল—**

(১) **অসম প্রতিযোগিতা ঃ** ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন শিল্পের অধিকতর শ্রমবিভাজন, অধিক মূলধন বিনিয়োগ, উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যগুলির উৎপাদন ব্যয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেশি হওয়ার ফলে দামের ব্যাপারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের এক অসম প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প জয়ী হতে না পেরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

(২) **মূলধনের অভাব ঃ** মূলধনের অভাব ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবনতির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ মেয়াদি ঋণের প্রয়োজন, ভারতে তার অভাব থাকায় এই শিল্পগুলি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

(৩) **বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ঃ** ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সময় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ধ্বংস হয়, কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ বৃহদায়তন শিল্পে কারিগর হিসাবে নিযুক্ত হয়। অন্যদিকে ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি ধ্বংস হতে থাকে কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার পর্যাপ্ত না হওয়ায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত হতে না পেরে বেকার হয়ে যায়। ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের সম্ভাবনাও হ্রাস পেতে থাকে।

(৪) **ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাব ঃ** ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে শুধু শাসন করেনি তারা ভারতকে শোষণও করেছে। যেমন, ব্রিটেনের শিল্প উন্নয়নের জন্য ভারতকে কম দামে শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করতে

Scanned with CamScanner

হত। ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্য যাতে ব্রিটেনে কম রপ্তানি হয় তার জন্য ওই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসানো হত। বিদেশি শাসকদের ভারতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দমন এবং ইংলন্ডের শিল্পের প্রসার ঘটানোর নীতির জন্য ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি সংকটে পড়ে।

(৫) **দেশীয় রাজাদের আনুকূল্য ঃ** ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি বহু ক্ষেত্রে দেশীয় রাজাদের অর্থ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নত হয়েছিল। দেশীয় রাজারা এই সমস্ত শিল্পের কারিগরদের নগদ টাকায় বা দ্রব্যের আকারে পারিতোষিক প্রদান করে সম্মান জানিয়ে তাঁদের উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে দেশীয় রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ায় উপযুক্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিল্পগুলির অবনতি শুরু হয়ে যায়।

(৬) **অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের ভোগের অভ্যাসের পরিবর্তন ঃ** ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এই শ্রেণির জনসাধারণ বিদেশি দ্রব্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে ভোগের অভ্যাসের পরিবর্তনের ফলে দেশীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত শিল্পে অবনতি শুরু হয়ে যায়।

(৭) **সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা ঃ** সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদির যে পরিবর্তন ঘটে বহুক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ মতো দ্রব্য উৎপাদনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম না হওয়ায় এই সমস্ত শিল্পের অবনতির গতি ত্বরান্বিত হতে থাকে।

উপসংহারে বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনকালে একাধিক কারণে ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবনতি ঘটলেও স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে যদিও এই সমস্ত শিল্পের বেশ কিছু সমস্যা এখনও প্রকট।

■ ১০.৩. ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব ঃ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা (Role of Small Scale Industries in the Indian Economy : Role of Small Scale Industry in the Economic Development of India)

ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প একদিকে যেমন কৃষির সঙ্গে যুক্ত অপরদিকে তেমনি বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরিকল্পনাকালে ভারতে ভারী ও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ঘটলেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব কিন্তু হ্রাস পায়নি। ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কী কী কারণে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কী কী ভূমিকা আছে তা আলোচনা করা হল ঃ

(১) **উৎপাদন ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্যান্য শিল্পের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির উচ্চ হার এই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশ করে।

(২) **কর্মসংস্থান ঃ** কর্মসংস্থানের দিক থেকে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলা যায়, বেকার সমস্যায় জর্জরিত ভারতে কর্মসংস্থানের দিক থেকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৩) **রপ্তানি ঃ** ভারতের বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যকে বিদেশের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। সেই তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বিদেশের বাজারে যথেষ্ট ভালো। তাই ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের দিক থেকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব ভারতীয় অর্থনীতিতে অপরিসীম।

(৪) **আর্থিক অসমতা হ্রাস ঃ** আর্থিক অসমতা হ্রাসের দিক থেকেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট। ভারতের বৃহদায়তন শিল্প মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের মালিকানায় থাকার ফলে আর্থিক সম্পদ এই সমস্ত শিল্পপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আর্থিক অসমতা চরম আকার ধারণ করেছে এবং সামাজিক শোষণ অব্যাহত থাকছে। তাই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করে আর্থিক অসমতা হ্রাস করতে পারে।

Scanned with CamScanner

(৫) **শিল্পের আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ঃ** ভারতের শিল্প কাঠামোর প্রধান ত্রুটি হল শিল্পের আঞ্চলিক বৈষম্য। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে (মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি) বৃহদায়তন শিল্প গড়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু অনেক রাজ্যেই বৃহদায়তন শিল্পের অগ্রগতি একেবারেই নগণ্য। এই অবস্থা কিন্তু সামাজিক তথা জাতীয় সংহতির দিক থেকে অকাম্য। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র বিশেষ করে অনুন্নত অঞ্চলে এর সুযোগ ছড়িয়ে দিতে পারলে শিল্পের আঞ্চলিক বৈষম্য কিছুটা দূর করা সম্ভব হবে। তাই শিল্প উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের দিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব বর্তমান।

(৬) **মূলধন সমস্যার প্রতিবিধান ঃ** ভারতের শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা হল মূলধনের স্বল্পতা। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্প গঠনের জন্য প্রয়োজন হল প্রচুর পরিমাণ মূলধনের। তাই শুধুমাত্র কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নয় ভারতের স্বল্প মূলধনের যথাযথ ব্যবহারের জন্যও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্বল্প মূলধনেও গড়ে তোলা সম্ভব হয় বলে ভারতের স্বল্প মূলধন শিল্প উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সুতরাং ভারতের মূলধন সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব বর্তমান।

(৭) **ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ঃ** বৃহদায়তন উৎপাদন সমস্ত ক্ষেত্রেই সম্ভব এবং লাভজনক হয় না। যেমন সূক্ষ্ম সূচিকার্য, কারুকার্য যুক্ত বস্ত্র ও শাল, হাতির দাঁতের শৌখিন জিনিস ইত্যাদি বৃহদায়তন উৎপাদন অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উৎপাদন বেশি সুবিধাজনক। এছাড়া বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক বা সহায়ক শিল্প হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ব্যবহার অনেক সময় সুবিধাজনক হয়। এই দিক থেকেও ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব আছে।

(৮) **স্বল্প সামাজিক ব্যয় ঃ** উৎপাদন ব্যয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল ব্যক্তিগত ব্যয় এবং অপরটি হল সামাজিক ব্যয়। সামাজিক ব্যয় বলতে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি স্থাপনের জন্য ব্যয়কে বোঝায়। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর পরিমাণ সামাজিক ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সামাজিক ব্যয় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সামাজিক ব্যয় খুবই কম। সুতরাং সামাজিক ব্যয়ের দিক থেকেও ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব বর্তমান।

(৯) **বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে যে সমস্ত মূলধনি দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগই দেশে উৎপাদিত হয় এবং খুব সামান্য অংশই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে এই সমস্ত শিল্প স্থাপনে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের দিক দিয়েও ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব আছে।

(১০) **স্বল্প দক্ষতার প্রয়োজন ঃ** বর্তমানকালে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য কিন্তু এই ধরনের দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। বর্তমান ভারতে যেমন মূলধনের অভাব আছে তেমনি অভাব আছে বৃহদায়তন শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির। তাই ভারতের বর্তমান অবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট।

(১১) **মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ফলপ্রসূ কাল স্বল্প। অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পে এই ফলপ্রসূ কাল অধিক। ভারতীয় অর্থনীতিতে পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের আয় যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস করা যেতে পারে। সুতরাং ভারতের মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস করার জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই ভারতের বর্তমান অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রক হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব বর্তমান।

(১২) **সুপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মজুত সম্পদ, সম্ভাবনাময় ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কারিগর ও উদ্যোক্তার কাজের স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং কারিগর ও উদ্যোক্তার অর্জিত দক্ষতার সদ্ব্যবহার ও সুরক্ষার মাধ্যমে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

Scanned with CamScanner

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব বিভিন্ন দিক দিয়ে অপরিসীম এবং ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেই পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

■ ১০.৪. ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সমস্যা (Problems of the Small Scale Industry in India)

ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও সম্প্রসারণের পথে বেশ কিছু সমস্যা বা অসুবিধা আছে। বিভিন্ন সমস্যা বা অসুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলি হল ঃ

(১) **মূলধনের সমস্যা ঃ** ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের একটি প্রধান সমস্যা হল পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কারিগররা দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন। ফলে তারা মূলধনের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় প্রকার মূলধনের প্রয়োজন। বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সকল সময়ই স্বল্পকালীন মূলধন সরবরাহেই আগ্রহী থাকে এবং তার জন্য নগদ সম্পত্তি (Liquid Asset) বন্ধক হিসাবে রাখতে চায়। কিন্তু সহায়সম্বলহীন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মালিকদের পক্ষে নগদ সম্পত্তি পর্যাপ্ত পরিমাণ বন্ধক দেওয়া সম্ভব হয় না বলে তারা বাধ্য হয়ে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এমন শর্তে ঋণ গ্রহণ করে যা তাদের সর্বস্বান্ত করে দেয়।

(২) **কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা ঃ** ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের একটি সমস্যা হল সঠিক দামে সঠিক মানের কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় এই সমস্ত শিল্পকে কাঁচামালের জন্য মিল বা কারখানার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে প্রয়োজনমতো কাঁচামাল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন তাঁতশিল্পে মিলের তৈরি সুতো ব্যবহার হয় কিন্তু সুতোকলগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব বস্ত্র মিলে সুতোর চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকলে তবেই তাঁতশিল্পের কারিগরদের সরবরাহ করে। চাহিদামতো কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা ছাড়াও কাঁচামালের বাজারে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য থাকায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কাঁচামালের জন্য বেশি দাম দিতে এই সমস্ত শিল্পের কারিগর বা মালিকরা বাধ্য হয়।

(৩) **অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশল ঃ** ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হল অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশলের সমস্যা। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারিগরদের দক্ষতার অভাব, সংগঠন ক্ষমতার অভাব, আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা জ্ঞানের অভাবে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুন্নত। গবেষণা ও শিক্ষার সুযোগসুবিধাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাশন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদনের প্রচেষ্টাও পর্যাপ্ত নয়।

(৪) **উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের সমস্যা ঃ** ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আর-এক সমস্যা হল উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের সমস্যা। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের সময় উৎপাদিত দ্রব্য তাদের কাছে বিক্রয়ের শর্ত অনেক সময় উৎপাদককে তার ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করে। বিক্রয় সংগঠন ব্যবস্থার অভাবে এবং আর্থিক দুরবস্থার জন্য উৎপাদিত দ্রব্য ধরে রাখার ক্ষমতা এই শিল্পের নেই। এছাড়া অর্থের অভাবে একসঙ্গে বেশি পরিমাণ কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদান ক্রয় করতে পারে না বলে এরা পাইকারি দামের সুবিধা পায় না। কিন্তু তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় পাইকারি দামে বিক্রয় করতে হয়। এর উপর যুক্ত হয় একাধিক মধ্যবর্তী ব্যাবসাদারের শোষণ। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের মান নির্ধারণ এবং সেই অনুসারে নমুনা ঠিক করার ব্যাপারে ভারতীয় কারিগরদের অসুবিধা আছে। ফলে বিক্রয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশে ও বিদেশে বিক্রয়ের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

(৫) **অসম প্রতিযোগিতা ঃ** ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হল বৃহদায়তন ও আমদানি করা দ্রব্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা। এর কারণ হল বৃহদায়তন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হয় এবং যান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদন পরিচালিত হওয়ায় অনেক সময় বৃহৎ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত হয়।

Scanned with CamScanner

(৬) **উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার ঃ** ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের একটি সমস্যা হল উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা নানা কারণে অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায় ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার 40 থেকে 50 শতাংশ ব্যবহার করা হয়।

(৭) **বিদ্যুৎ সমস্যা ঃ** বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সমস্যা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অন্যতম সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যুতের রেশনিং ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে চালু আছে। এর ফলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বৃহদায়তন শিল্প আর্থিক দিক দিয়ে সবল হওয়ায় বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থার (যেমন জেনারেটর) মাধ্যমে বিদ্যুতের অভাব দূর করছে।

(৮) **সরকারি নীতি ঃ** ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আর একটি সমস্যা হল সরকারি নীতি। যেমন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শুধু তাই নয় যেটুকু সাহায্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয় সেটি পাওয়ার জন্য সরকারি আইনকানুন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সমস্যায় ফেলে। এছাড়া বৃহদায়তন শিল্পগুলি বেশিরভাগ সময়েই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সরকারের সীমাবদ্ধ সুযোগ সুবিধাগুলি নিজেদের অনুকূলে এনে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বঞ্চিত করে। এছাড়া আছে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাপানো বিভিন্ন ধরনের কর। এই সমস্ত কর ক্রেতাদের পরিবর্তে উৎপাদক ও বিক্রেতাদের বহন করতে হয়। পরিকল্পনাকালে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে 1990 সালের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও 1990 সালের পর থেকে সংরক্ষণ শিথিল করার ফলে এই শিল্পের টিকে থাকার সমস্যাই প্রকট হচ্ছে।

(৯) **উদারীকরণ ও বিশ্বায়নজনিত সমস্যা ঃ** 1990-এর দশকে ভারতীয় অর্থনীতির আর্থিক সংস্কারের ফলে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নজনিত নানা সমস্যা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্পের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, শুল্ক হ্রাস ও পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে দেশি ও বিদেশি বৃহৎ শিল্পের সঙ্গেপ্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে বর্তমানে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য সংরক্ষিত 75 শতাংশ দ্রব্য আমদানিযোগ্য হওয়ায় এই শিল্পকে বৈদেশিক শিল্পের দ্রব্যের সঙ্গে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। এর মূল কারণ হল এই সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনে ভারতের বৃহদায়তন শিল্পের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপরদিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে ও বিদেশের বাজারে চিনের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্য বাজার দখল করছে। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের ফলে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সমস্যা আরও মারাত্মক হয়ে উঠবে।

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনাকালে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও সেটি প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত না হওয়ায় প্রবল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ আশানুরূপ হয়নি।

■ ১০.৫. ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারি ব্যবস্থা (Government measures for the Improvement of Small Scale Industry in India)

ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত সরকার ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্বাধীনতার পর থেকেই এই শিল্পকে নানাভাবে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করেছে। স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম শিল্প নীতিতে (1948 সালে) ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি স্বীকার করা হয়। ভারত সরকারের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে নীতি খুবই স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার ভারতের দ্রুত শিল্প উন্নয়নের জন্য বৃহদায়তন উৎপাদনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করলেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে অবহেলা না করে এই শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। ভারত সরকার পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি হল ঃ

(১) **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য উন্নত সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ বিশেষ সমস্যার বিচার ও সমাধানের জন্য ভারত সরকার কয়েকটি বোর্ড বা পর্ষদ স্থাপন করে।

(২) **সহায়তামূলক ব্যবস্থা ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহকে কারিগরি সাহায্য প্রদান করার জন্য মাদুরাই, কলকাতা, মুম্বাই

Scanned with CamScanner

এবং ফরিদাবাদে চারটি আঞ্চলিক পরিসেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এগুলি **ক্ষুদ্রায়তন শিল্প পরিসেবা প্রতিষ্ঠান** (Small Industries Service Institute) নামে পরিচিত। 1954 সালে এগুলি ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (Small Industries Development Organisation) নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই সংস্থার প্রধান কাজ হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম আছে সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের পরিকল্পনা তৈরি করা। এছাড়া **জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন** (National Small Industries Corporation Ltd : N.S.I.C.) স্থাপন করা হয় 1955 সালে। এই সংস্থার কাজ হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাড়া-ক্রয় শর্তে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, কাঁচামাল সংগ্রহে সাহায্য করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য করা। 1955 সালেই **শিল্প তালুক (Industrial Estate)** গঠনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই তালুক গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারখানার স্থান প্রদান এবং ওই স্থানে শক্তি, জল, পরিবহন ইত্যাদি সাধারণ পরিসেবার সুবিধা প্রদান। পরবর্তীকালে এই কর্মসূচিকে সম্প্রসারিত করা হয়।

1979 সালে স্থাপন করা হয় **জেলা শিল্প কেন্দ্র** (District Industries Centre : DICs)। এই শিল্প কেন্দ্রগুলির কাজ হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে ঋণ, কাঁচামাল, প্রশিক্ষণ, দ্রব্য বিক্রয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে একগুচ্ছ সুযোগসুবিধা (Package Assistance) প্রদানের ব্যবস্থা করা। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারি বিভাগ ও অফিসে দ্রব্য ক্রয়ের সময় এই শিল্পের দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে এই শিল্পের জন্য মূল্যবান কাঁচামালের আমদানি উদারীকরণ করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যের জন্য বৃহদায়তন শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর সেস বসানো হয়েছে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের উপর কর ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রাম ও অনগ্রসর অঞ্চলে পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা প্রদান করার জন্য 1994 সালে স্থাপন করা হয় **সুসংহত পরিকাঠামো উন্নয়ন কেন্দ্র (Integrated Infrastructure Development Centres : IIDCs)**। 2000 সালে এই কেন্দ্রের কাজের পরিধি সমগ্র দেশে এবং তার মধ্যে 50 শতাংশ গ্রামাঞ্চলে বিস্তার করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

(৩) **আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মূলধন সমস্যার সমাধানের জন্য পরিকল্পনাকালে ভারত সরকার বহু ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এরূপ সংস্থা গঠন করেছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অর্থ সরবরাহের উদ্দেশ্যে 1951 সালে রাজ্য অর্থ-সরবরাহকারী কর্পোরেশন (State Financial Corporation Act) আইন পাস করা হয়। এই আইন অনুসারে **রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন** (State Financial Corporation) বিভিন্ন রাজ্যে স্থাপন করা হয়। রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনগুলি বর্তমানে সমবায় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতিতে এটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, বৈচিত্রকরণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবস্থা ভারত সরকার গ্রহণ করেছে। যেমন 1986 সালে স্থাপন করা হয়েছে **ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন তহবিল** (Small Industries Development Fund), 1987 সালে স্থাপন করা হয়েছে **জাতীয় ইক্যুইটি তহবিল** (National Equity Fund) এবং 1988 সালে স্থাপিত হয়েছে **এক জানালা প্রকল্প** (Single Window Scheme)। এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল 1989 সালে স্থাপিত **ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক** (Small Industries Development Bank of India : SIDBI)। এটি শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে থাকে। 1999-2000 সালের বাজেটে **ঋণ বিমা প্রকল্প** (Credit Insurance Scheme) ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কারখানাগুলিতে ঋণের ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলিকে নিরাপত্তা প্রদান করা। বিশ্বায়নের ফলে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে তা মোকাবিলার জন্য 2005-2006 সালে যে সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত **ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আর্থিক কেন্দ্র** (Small Enterprise Financial Centre : SEFC) কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণের দক্ষতম বণ্টনের জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহ প্রদান করে ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সঙ্গে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের যথাযথ সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা।

(৪) **বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ঃ** বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 1991 সালে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত উদারীকরণ নীতির প্রভাবে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। যেমন, ক্ষুদ্রায়তন সংস্থার জন্য সংরক্ষিত 85টি উৎপাদন ক্ষেত্রকে সংরক্ষণের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় 2004 সালের অক্টোবর মাসে।

Scanned with CamScanner

(৫) **দক্ষতা বৃদ্ধি ও কলাকৌশলগত উন্নতির ব্যবস্থা :** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কলাকৌশলগত উন্নতির জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য শিল্প অধিকার, ক্ষুদ্র শিল্প সেবা সংস্থা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বোর্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উদ্যোক্তাদের নতুন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন, নতুন উৎপাদন কৌশল, আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন, চালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিল্প শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরদের শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেমন, গ্রামীণ শিল্পগুলিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি যান্ত্রিক উপাদান প্রদান করে সাহায্য করার জন্য 1982 সালে **গ্রামীণ কলাকৌশল উন্নয়নের জন্য কাউন্সিল** (Council for Advancement of Rural Technology) প্রতিষ্ঠা করা হয়। 1991 সালে ঘোষিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কিত নীতি অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য একটি **কলাকৌশলগত বা প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়ন কেন্দ্র** (Technological Development Centre) গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ঘোষিত 2000 সালের নীতি অনুসারে কলাকৌশলগত উন্নতির জন্য ঋণের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচি অনুসারে তপশিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন বা জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন ক্ষুদ্র শিল্পের কলাকৌশলগত উন্নয়নের জন্য যে ঋণ প্রদান করে সেই ঋণের পরিমাণ এক কোটি টাকা পর্যন্ত হলে তার উপর 15 শতাংশ মূলধনী ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৬) **অন্যান্য ব্যবস্থা :** অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য গুণ নিয়ন্ত্রণ ও গুণাগুণ যাচাই পদ্ধতি (Quality Control and Testing) প্রবর্তিত হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সমবায় ও অন্যান্য সমবায় সমিতির উদ্যোগে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিপণি (Sales Emporium) খোলা হয়েছে। এছাড়া এই শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণাগুণ যাচাই করে গুণাগুণ শংসাপত্র প্রকল্প (Quality Certification Scheme) চালু করা হয়েছে। ISO 9000 মার্কার শংসাপত্র অর্জনের জন্য এই শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হলেও এই ব্যবস্থাগুলির বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অঙ্গীভূত সমস্যাগুলি সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, ভারত সরকারের নীতি হল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগী হিসাবে গড়ে তোলা। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও বলা যায় এই শিল্পের উন্নয়নের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে এই শিল্পের নিজস্ব যোগ্যতার বিষয়টি চিন্তা করা উচিত। এর সঠিক ভূমিকা হবে **গ্রামাঞ্চলে কৃষিনির্ভর জনসাধারণের পার্শ্ব উপজীবিকা রূপে সৃষ্টি করা এবং বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে ওই শিল্পের অঙ্গ ও সহায়ক শিল্প রূপে গড়ে তোলা।** তাই সরকারের কর্তব্য হল উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে আধুনিক যুগের চাহিদা মেটানোর মতো শক্তি সংগ্রহে সাহায্য করে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে টিকে থাকার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। সাময়িক বা অস্থায়ী সাহায্যের মাধ্যমে এই শিল্পের মূল সমস্যার সমাধান করা কঠিন ব্যাপার।

■ ১০.৬. ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিলুপ্তি না হওয়ার বা টিকে থাকার কারণ (Causes of Survival of Small Scale and Cottage Industries in India)

ভারতের বৃহদায়তন শিল্পের বিস্তার সত্ত্বেও এবং ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি অবনতির পর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও এগুলির বিলুপ্তি না ঘটে অর্থনীতিতে টিকে আছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিলুপ্তি না ঘটে টিকে থাকার একাধিক কারণ বর্তমান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল :

(১) **বিকল্প উপজীবিকা :** ভারতীয় জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত থাকে। কিন্তু বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কৃষিকাজ খুবই কম থাকে। এই অবসর সময়ে কৃষকরা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বিকল্প উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। ফলে বিকল্প উপজীবিকা হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অর্থনীতিতে টিকে থাকছে।

(২) **গতিশীলতার অভাব :** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে গতিশীলতার অভাব বর্তমান। এই সমস্ত শ্রমিক নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্য স্থানে সচরাচর যেতে চায় না। নিজের বাসস্থানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ

Scanned with CamScanner

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকে থাকার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বংশগত পেশায় নিযুক্ত থাকার এক আবেগ।

(৩) **ক্রেতার রুচি, পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতার রুচি, পছন্দ ও নির্দেশ অনুসারে বর্ণশোভিত কারুকার্য যুক্ত দ্রব্য তৈরি করতে পারে। আবার এমন কিছু দ্রব্য আছে যেগুলি তৈরি করতে শিল্পীর নিজস্ব তত্ত্বাবধান একান্ত প্রয়োজন। যেমন কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, কাশ্মীরি শালের উপর হাতের কাজ বৃহদায়তন শিল্পে উৎপাদন সম্ভব নয়। ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকে থাকার এটি একটি প্রধান কারণ।

(৪) **আধুনিক পদ্ধতির সাহায্য ঃ** ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উৎপাদনের ব্যাপারে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করছে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে দ্রব্যের গুণগত বৈচিত্র্য বজায় রাখছে। এই কারণেই বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প নিজেদের স্থান করে নিয়েছে।

(৫) **বৃহদায়তন পদ্ধতিতে উৎপাদন সম্ভব নয় ঃ** বাস্তবে এমন কিছু দ্রব্য আছে যেগুলির উৎপাদন ক্ষুদ্র আকারেই করতে হয়, বৃহৎ আকারে উৎপাদন সম্ভব নয়। এছাড়া সব সময়ই এমন অনেক ব্যক্তি থাকেন যাঁরা পুরাতন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। এটিও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকে থাকার একটি কারণ।

(৬) **অপেক্ষাকৃত কম দামে দ্রব্য বিক্রয় ঃ** ক্ষুদ্রায়তন শিল্প জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে তার বেশিরভাগই নিজের বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। ফলে এই সমস্ত শিল্পের মালিক উৎপাদন ব্যয়ের সঠিক হিসাব না করে কম দামে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে।

(৭) **স্থানীয় উপাদান ব্যবহার ঃ** বৃহদায়তন শিল্পগুলিতে অধিক মূলধন ও কম শ্রমিক নিযুক্ত থাকে কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে অধিক শ্রমিক ও কম মূলধন নিযুক্ত হয়। তাই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপনের জন্য কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। স্থানীয় বাজার থেকেই কারিগর ও স্বল্প মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয় বলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে অসুবিধা হয় না।

(৮) **ঝুঁকি গ্রহণ ঃ** অনেক ব্যক্তির মধ্যেই ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা কম থাকে। এই সমস্ত ব্যক্তি অনেক সময় ঝুঁকি হ্রাসের জন্যই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে যুক্ত থাকে। কারণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মূলধন কম লাগে, উৎপাদন পদ্ধতিতে অসাফল্য এলেও মালিকের জীবনে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয় না আসার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকে থাকার এটিও একটি কারণ।

(৯) **স্বাধীন বৃত্তি ঃ** সমাজে একশ্রেণীর ব্যক্তি আছে যারা অন্যের অধীনে কাজ করতে বিশেষ উৎসাহ পায় না। এই ধরনের স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার ও কর্মদক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকে থাকার এটি একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

(১০) **সরকারি সাহায্য ঃ** স্বাধীনতার পর ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নানাভাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্য করছে। সরকারি তরফে বিশেষ বিশেষ সাহায্য পাওয়ার ফলে বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করছে। এটিও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিলুপ্ত না হওয়ার একটি কারণ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকে থাকার একাধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ বর্তমান। এই জন্যই ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শুধুমাত্র টিকে আছে তাই না এগুলি ভারতীয় অর্থনীতিতে বর্তমানে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

Scanned with CamScanner